গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং ৭জি/৩২০(ক-৩)/২০০৬/ ৫৮৪৯/৩ তারিখ : ১৮/১২/২০১৯ খ্রি.

বিষয় : ব্যাখ্যা দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : তদন্ত কর্মকর্তার ২৪/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা মহানগরীর কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ বশির আহমেদ এর বিরুদ্ধে মাউশি অধিদপ্তর থেকে গত ২৮/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের স্মারক নং ৩৭.০২. ০০০০.১১২.৫০.৫৬.২০১৫/২১৬১ মোতাবেক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি সূত্রোক্ত স্মারক মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

ক্রম	অভিযোগের বিবরণ	তদন্ত কর্মকর্তার মন্তব্য
১	তিনি পরিচিত এবং অপরিচিত মহিলাদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কক্ষে দরজা, জানালা ও কলাপসিবল গেইট বন্ধ করে রাত্র ১২.০০ টা পর্যন্ত অবস্থান করে অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকতেন।	অভিযোগটি আংশিক প্রমাণিত
২	তিনি রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলাম এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং তাদেরকে অর্থায়ন করে আসছেন।	অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত। তবে এ বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করানো যেতে পারে।
৩	প্রতিষ্ঠানের সময় সূচি সকাল ৭.৩০ মি থেকে বিকাল ৫.১৫ মি নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও তিনি সকালে অফিসে এসে রাত ১২ টা পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন অপরিচিত লোকদের সাথে গোপনে বৈঠক করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছেন।	অভিযোগটি আংশিক প্রমাণিত।
৪	তিনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যে দলাদলী করে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছেন।	অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত।
৫	তিনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের মারপিট করেন যা অভিভাবকগণ লিখিতভাবে অভিযোগকরে আসছেন।	অভিযোগটি প্রমাণিত
৬	নিয়োগকালীন সময়ে জাল সার্টিফিকেট প্রদান এবং চাকুরি মেয়াদকাল প্রমাণের ক্ষেত্রে ভূয়া সনদপত্র দেখিয়ে অর্থের বিনিময়ে চাকুরি গ্রহণ করেছেন।	অভিযোগটি প্রমাণিত। এসএসসির সার্টিফিকেট টেম্পারিং এর বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
৭	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গিয়াছে।	অভিযোগ প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অডিট করা যেতে পারে।
৮	তিনি একজন সিনিয়র শিক্ষক জনাব মো: ফরমান আলী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সাথে সব সময় দুর্ব্যবহার করে থাকেন এবং তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন মর্মে তারা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন।	অভিযোগ প্রমাণিত।
৯	তিনি অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইড বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করে আসছেন এবং বাধ্যতামূলক কোচিং প্রথা চালু করে সংগৃহীত অর্থের ৭৩% অর্থ একাই ভোগ করে আসছেন যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থী।	অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত।

এমতাবস্থায়, তদন্ত কমিটির সুপারিশ মতামত মোতাবেক কেন আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এ বিষয়ে আগামী ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রামান্য রেকর্ডপত্রসহ ব্যাখ্যা দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

18.12.19
(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)
ফোন নং ৯৫৫৬০৫৭

জনাব মোহাম্মদ বশির আহম্মেদ
অধ্যক্ষ
কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজ
সবুজবাগ, ঢাকা।

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

(১) পরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা;
(২) সভাপতি, গভর্নিং বডির, কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজ, সবুজবাগ, ঢাকা;
(৩) সংরক্ষণ নথি।